তারিখ ... 19 FEB 1991
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৪

দৈনিক বাংলা

186

ছাত্র ব্রিগেডের রূপরেখা ঘোষণা

।। বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ।।

সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য গতকাল এক সাংবাদিক সম্মেলনে "স্বেচ্ছাসেবক ছাত্র ব্রিগেডের রূপরেখা ঘোষণা করেছে। ছাত্র ব্রিগেড গঠনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে সম্মেলনে বলা হয়, নির্বাচন কমিশন ঘোষিত নীতিমালার ভিত্তিতে নির্বাচন পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট প্রশাসন ও কর্তৃপক্ষকে ব্রিগেড প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে।

গতকাল সন্ধ্যায় ডাকসু ভবনে অনুষ্ঠিত এই সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করে শোনান ডাক-

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

ছাত্র ব্রিগেডের রূপরেখা ঘোষণা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সুর জিএস এবং সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের অন্যতম নেতা খায়রুল কবীর খোকন।

ঘোষিত রূপরেখা অনুযায়ী সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ব্রিগেডের কেন্দ্রীয় স্টিয়ারিং কিমিটি হিসাবে কাজ করবে। কেন্দ্রীয় স্টিয়ারিং কমিটি সকল জেলার ব্রিগেডের কাজের সমন্বয় সাধন করবে। নির্বাচন কমিশন ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা ও সহযোগিতার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় স্টিয়ারিং কমিটি উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও শান্তি শৃংখলা রক্ষার প্রয়োজনীয় তত্ত্বাবধান করবে।

সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের জেলা নেতৃত্ব জেলা ব্রিগেড হিসাবে কাজ করবে। জেলা ব্রিগেড উপজেলা ব্রিগেড সমূহের কাজের সমন্বয় করবে। অনুরূপভাবে উপজেলা ও থানা পর্যায়ে স্থানীয় নেতৃত্ব গঠন করবে উপজেলা বা থানা ব্রিগেড। বিভিন্ন পর্যায়ের ব্রিগেডসমূহ আনুষ্ঠানিকভাবে কাজে নামার পূর্বে নির্বাচন কমিশনসহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠকে বসবে।

নির্বাচনী প্রচারণা চলাকালে এবং নির্বাচনের দিন ভোটকেন্দ্র বা ভোটকেন্দ্রের আশেপাশে অস্ত্রধারী ব্যক্তি, দল বা গোষ্ঠীকে প্রতিরোধে ব্রিগেড আইন শৃংখলা রক্ষীবাহিনীকে সহযোগিতা করবে। যে কোন ধরনের নির্বাচনী অপরাধ প্রতিরোধেও ছাত্র ব্রিগেড সহযোগিতা করবে। সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের মাধ্যমে ভোটকেন্দ্র দখল, ভোটদানে ভোটারদের বাধা প্রদান অথবা কোন রকম অবৈধ তৎপরতার মাধ্যমে ভোট সংগ্রহের অপচেষ্টা প্রতিরোধের লক্ষ্যে সকল রাজনৈতিক দল ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের মধ্যে সমঝোতা গড়ে তোলার জন্য ছাত্র ব্রিগেড উদ্যোগ নেবে। তবে ছাত্র ব্রিগেডের কোন সদস্য ভোট কেন্দ্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে না।

ডাকসু ভবনে ছাত্র ব্রিগেডের কেন্দ্রীয় স্টিয়ারিং কমিটির নিয়ন্ত্রণ-কক্ষ স্থাপিত হবে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে স্থাপিত হবে যোগাযোগ কেন্দ্র। টেলিফোনের মাধ্যমে কেন্দ্রগুলি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলবে।

ছাত্র ব্রিগেডের সর্বাত্মক সহযোগিতা করার জন্য রাজনৈতিক দলগুলি ও সকল প্রার্থীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে খায়রুল কবীর খোকন বলেন, কেবল মাত্র আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের একক প্রচেষ্টা অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব নয়।

লিখিত বক্তব্য প্রদানের পর সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন ছাত্র নেতা শফী আহমদ, এস এম কামাল হোসেন, নাসির-উদ-দুজা এবং ফজলুল হক মিলন।

এক প্রশ্নের উত্তরে ছাত্র নেতৃবৃন্দ জানান, এরশাদকে জেলে না পাঠানোর জন্য তারা বর্তমান অস্থায়ী সরকারকে সরাসরি দায়ী করেন না। অপর এক প্রশ্নের উত্তরে তারা অভিযোগ করেন যে, '৮৮-র ভোটারবিহীন নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলগুলি নির্বাচন বানচালের জন্য ষড়যন্ত্র করছে।

জাতীয় পার্টির বর্তমান অবস্থানকে ছাত্রঐক্য কিভাবে মোকাবিলা করবে প্রশ্ন করা হলে ছাত্র নেতৃবৃন্দ বলেন, বিপ্লব, আন্দোলন বা অভ্যুত্থানের কাছে পরাজিত শক্তিকে পৃথিবীর কোন গণতান্ত্রিক দেশেই রাজনীতি করার অধিকার দেয়া হয়নি। এরশাদ এবং জাতীয় পার্টি এদেশে গণতন্ত্রকে হত্যা করেছে। কাজেই ছাত্রঐক্য তাদের রাজনীতি প্রতিরোধ করবে।

সংশ্লিষ্ট সাংবাদিক সম্মেলনে ছাত্রঐক্যের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নাজিমউদ্দীন আলম, আবদুস সাত্তার খান, রেজাউল করিম শিন্টু, সৈয়দ জাহাঙ্গীর মোশাররফ হোসেন, মোখলেসুর রহমান, আতাউর রহমান, হারুনর রশীদ, বদরুল আলম প্রমুখ।